জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার মূলনীতিঃ ২৭৬

কোন কিছুকে জায়েয ও মুবাহ প্রমানের জন্য পবিত্র হাদিস শরীফে তিনটি মূলনীতি রয়েছে। মূলনীতিগুলো পর্যায়ক্রমে নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

১.মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) ।
২. سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম ।
৩. আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "تَقْرِيْرِيٌّ" (তাকরিরীয়্যুন) তথা মৌনসম্মতি ।

উপরোল্লিখিত তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত ও বিশদ ব্যাখ্যা পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেওয়া হল ।

মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত,"শরীয়ত সমর্থিত [1](Footnote) আইন বহির্ভূত, [2](Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে ["أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে জায়েয ও মুবাহ নামকরন, অবস্থা নিরূপন করন এবং প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যবস্থা উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল । অতএব, যে কোন কিছুকে জায়েয ও মুবাহ বলতে হলে উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির আলোকেই বলতে হবে । উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতি ছাড়া এমন কোন মূলনীতি নাই যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছুকে "জায়েয ও মুবাহ" হিসেবে নামকরন ও সংজ্ঞা প্রদান করা যেতে পারে ।একটি বোধগম্য বিষয়ের উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে জায়েয ও মুবাহ বিষয়টির নামকরনের এবং সংজ্ঞা প্রদানের ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির অনুসরনে করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার প্রথম মূলনীতি>> মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়ঃ(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) যেমন মনে করুন, "কদমবুছি করা"(পদচুম্বন করা)।"কদমবুছি করার"(পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টির উপর আমল করার জন্য আমরা কোন নীতি অবলম্বন করব ? এর উত্তর এই যে, "কদমবুছি করার"(পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টিকে উপরে বর্ণিত প্রথম মূলনীতি "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়"

---

[১](Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই " শরীয়ত সমর্থিত বিষয় " বলে ।

[২](Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে " আইন বহির্ভূত " বিষয়ও বলে ।

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أَللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং- ২৫৯ এ দেখুন ।

(أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয় মনে করে "জায়েয ও মুবাহ" হিসেবে আমল করা । যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক পবিত্র বাণী আছে।তম্মধ্যে একখানা হাদিস শরীফের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল । যেমন----------

" فلا تكلفوها رَحْمَةً من ربكم فاقبلوها / "وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْو فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْئاً "

(অর্থঃ-"এবং তিনি [আল্লাহ তাআ'লা] যে বিষয়ে চুপ বা নীরব রয়েছেন উহা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা। তোমরা তাঁর ক্ষমা বা উদারতা গ্রহণ কর। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ (তাআ'লা) এমন নহেন যে, তিনি কোন কিছু ভুলে যাবেন (মহান আল্লাহ তাআ'লা ভুলে গিয়ে কোন বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা থেকে নীরব রয়েছেন বা চুপ রয়েছেন এমন নহেন বরং জেনেই তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবশতঃ চুপ বা নীরব রয়েছেন/ এগুলোকে আইনে পরিণত করো না" । ইবনে কাছির), আল-মু'জামুল কাবির ও সুনানুদ দারকুতনী।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের অংশ বিশেষের মাধ্যমে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতকে "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর আমল করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন ।

অতএব, উপরোক্ত হাদিস শরীফের আলোকে এই কথা প্রমাণ হয় যে, পত্রি কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকলে উক্ত বিষয়টি "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত একটি "জায়েয ও মুবাহ" বিষয়।

উপসংহারঃ উপরে আমি "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أَللهُ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । এখন আমি "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا أَللهُ) এর অন্তর্ভূক্ত বিষয়, ব্যাপার, কাজ ও বস্তু সম্পর্কে নিম্নে সিদ্ধান্ত ও উপসংহার টানছি ।

عَنْ سَلْمَانَ ن قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ :" الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (الجزء الثالث) في المعجم الكبير للطبراني ((6001) অর্থঃ- হযরত সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা । আর যা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভূক্ত বিষয় । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০০১ ।

عَنْ سَلْمَانَ ن الْفَارْسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم :" الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّم اللهُ فِى الْقُرْأَنِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (6036) في المعجم الكبير للطبراني (الجزء الثالث)

অর্থঃ- হযরত সালমান ফারসী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হারাম করেছেন তা । আর যা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভূক্ত বিষয় । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৩৬ ।
উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ে তিনটি বিষয়ে যেমন- বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু এই সীমিত ও সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয়ে উত্তর না দিয়ে সার্বিক ও ব্যাপক উত্তর দিয়ে বলেন: পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা যেই বিষয়,ব্যাপার,কাজ ও বস্তু হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দিয়েছেন তাই হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ।আর যেই বিষয়ে হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দেওয়া থেকে চুপ বা নীরব রয়েছেন, কোন কিছুই বলেন নি তা মানব কল্যানের জন্য সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় । উপরে বর্ণিত সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই বিরোধিতা করা ।এরূপ বিরোধিতা হচ্ছে কুফরী । আর যে ব্যাক্তি সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করবে সে কাফির । আল্লাহ তাআ'লা সকল মুমিন-মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন । আমিন !
জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার দ্বিতীয় মূলনীতি>> سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়মঃ যেমন মনে করুন, "কদমবুছি করা"(পদচুম্বন করা)।"কদমবুছি করার"(পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টির উপর আমল করার জন্য আমরা কোন নীতি অবলম্বন করব ? এর উত্তর এই যে, "কদমবুছি করার"(পদচুম্বন করার) বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে উল্লেখ না থাকায় উক্ত বিষয়টিকে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় মূলনীতি ". سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম" এর অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয় মনে করে "জায়েয ও মুবাহ" হিসেবে আমল করা । যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক পবিত্র বাণী আছে।তম্মধ্যে একখানা হাদিস শরীফের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল । যেমন-- "مَنْ سَنَّ فِى الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا " অর্থঃ-" যে কেহ ইসলামে "কোন উত্তম নিয়ম" প্রচলন করল তার জন্য রয়েছে (উক্ত কর্ম করার) পুরস্কার এবং যারা উহার অনূসরন করবে তাদের পুরস্কারও তার জন্য রয়েছে"।(("মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) ও "سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম" সম্পর্কে বিস্তাতি অবগতির জন্য "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أَللهُ) পৃষ্ঠা নং-২৫৯ এবং " سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা উত্তম নিয়ম")) পৃষ্ঠা নং-৩৭৩-দ্রষ্টব্য ।

জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার তৃতীয় মূলনীতি>> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার تَقْرِيْرِيٌّ"(তাকরিরীয়্যুন) তথা মৌনসম্মতিঃ "কদমবুছি করা" (পদচুম্বন করা) । "কদমবুছি করার" (পদচুম্বন করার) বিষয়টিতে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আদেশ-নিষেধ না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক চুম্বন করেছেন ।এই ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর পা চুম্বনকারীদেরকে পা চুম্বন করা সম্পর্কে নিষেধও

যেমন করেন নি তেমনিভাবে ভর্তসনাও করেন নি । বরং চুপ বা নীরব থেকে মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ।কোন বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চুপ বা নীরব থাকা উক্ত বিষয়ের উপর সম্মতিসূচক আমল করা "জায়েয এবং মুবাহ" প্রমাণ করে । অতএব, "কদমবুছি করার" (পদচুম্বন করার) বিষয়টি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার "تَقْرِيْرِيٌّ" (তাকরিরীয়্যুন) তথা মৌনসম্মতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে একটি সম্মতিসূচক "জায়েয ও মুবাহ" বিষয় । যেমন- "কদমবুছি করার" (পদচুম্বন করার) বিষয় সম্পর্কে তিরমিজি শরীফে দুইজন ইয়াহুদি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পা মোবারক চুম্বন করেছেন মর্মে উত্তম বিশদ্ধ হাদিস শরীফ (হাদিসুন হাসানুন) রয়েছে । অপর একটি হাদিস শরীফে আবু দাউদ শরীফে যারি' (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) এর কথা উদ্ধৃত আছে ।

যেমন বলা হয়েছেঃ

"فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ" (أَبُو دَاوُود) (5225-

অর্থঃ-"আমরা তাড়াতাড়ি বাহন থেকে নেমে এসে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার হাতও পা মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম" । আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫২২৫ ।

উপরে আমি মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত[3] (Footnote) আইন বহির্ভূত, [4] (Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে [أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে "জায়েয ও মুবাহ" নামকরন, অবস্থা নিরূপন করন এবং প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণের তিনটি মূলনীতি বর্ণনা করেছি ।উপরে বর্ণিত তিনটি মূলনীতির যে কোন একটি মূলনীতির উপর নির্ভর করে বা যে কোন একটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত বিষয়কে "জায়িয ও মুবাহ" হিসেবে আখ্যা দিতে হবে ।

আর একটি বিষয় খুবই অনুধাবনযোগ্য যে, "জায়িয ও মুবাহ" বিষয়গুলোর কতকটি এমন যে,

---

[3] **(Footnote)** যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই "শরীয়ত সমর্থিত বিষয়" বলে ।

[4] (Footnote) যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আদেশ-নিষেধ না দিয়ে চুপ রয়ে গেছেন উহাকেই অন্যদিকে "আইন বহির্ভূত" বিষয়ও বলে ।

" শরীয়ত সমর্থিত বিষয় এবং" আইন বহির্ভূত " বিষয়গুলোর বিস্তারিত উদাহরণ "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নিরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ الْمَسْكُوْتُ عَنْهَا اللهُ) এর বর্ণনা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-২৫৯এ দেখুন ।

উহা পালন করাতে কোন সওয়াব বা পুরস্কার নাই । যেমন-খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা ইত্যাদি ।আবার অন্যদিকে "জায়িয ও মুবাহ" বিষয়গুলোর কতকগুলো এমন যে, ঐগুলো পালন করাতে বাহ্যত কোন সওয়াব বা পুরস্কার নাই দেখা গেলেও কিন্তু ঐগুলোর কতকগুলো ধর্মীয়কাজে সহায়তাদানকারী অথবা মহান আল্লাহ তাআ"লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা ও অনূরাগ সৃষ্টিকারী । যেমন-ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অনুষ্ঠান পালন করা ।উক্ত অনুষ্ঠান পালন করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বাণী না থাকাতে এতে বাহ্যিকভাবে সওয়াব না হওয়ার প্রতি ঈঙ্গিত করে কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উৎযাপন বা পালন করার কারনে মনের ভিতর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনূরাগ এবং প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয় ।

অতএব, যেই বিষয়ই মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি গভীর ভালবাসা ও অনূরাগ এবং প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করে উহা আভ্যন্তরীনভাবে সওয়াব পাওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করে।

আল্লাহ তাআ'লাই সমধিক জ্ঞাত ।